অবকাঠামোগত উন্নয়নেও বাড়েনি শিক্ষার মান

আশিকুল হক রিফাত
০১ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

১৯২১ সালের জুলাই মাসে ৩টি অনুষদের অধীনে (বিজ্ঞান, কলা ও আইন) ১২টি বিভাগ ও ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। প্রতিষ্ঠাকালীন আবাসিক হল ছিল ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল), জগন্নাথ হল ও মুসলিম হল (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল)। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি বেড়ে বর্তমানে ১৩টি অনুষদের অধীনে ৮৪টি বিভাগ রয়েছে। বেড়েছে হলের সংখ্যা। বর্তমানে ছেলেদের জন্য ১৪টি ও মেয়েদের জন্য ৫টি হল রয়েছে। দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ব্যাপ্তি বাড়লেও শিক্ষার মান তেমন বৃদ্ধি পায়নি। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই ৫০০-এর ভেতরে স্থান করে নিতে পারেনি। অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর (ভারত ও পাকিস্তান) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য ঈর্ষাণীয়।

তথ্য বলছে, গত কয়েক দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের নামানুসারে হল নির্মাণ করা হয়। এরপর কুয়েত সরকারের অর্থনৈতিক সহায়তায় ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১৯৯০ সালের ১৯ মে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ২০০১ সালে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল এবং অমর একুশে হল। ২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুইন-টাওয়ার খ্যাত ১১ তলাবিশিষ্ট বিজয়-৭১ হলের যাত্রা শুরু হয়।

হল নির্মাণের পাশাপাশি পুরনো হলগুলোতে একাধিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রোকেয়া হলে ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ স্মরণে ‘৭ মার্চ’ ভবন নির্মাণ করা হয়। জগন্নাথ হলে নির্মিত হয় সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন, অক্টোবর স্মৃতি ভবন এবং ২০১৯ সালে দশতলাবিশিষ্ট ‘রবীন্দ্র ভবন’ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, যা এখনো

চলমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে এগারো তলাবিশিষ্ট ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে।

হল নির্মাণ ছাড়াও নির্মিত হয়েছে একাধিক একাডেমিক ভবন। ২০১০ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ১২ তলাবিশিষ্ট ভবনের উদ্বোধন করা হয়। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে নির্মাণ করা হয় ১০ তলাবিশিষ্ট 'এমবিএ বিল্ডিং'। ২০১৪ সালে 'এএফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবন' উদ্বোধন করা হয়। ৫ তলাবিশিষ্ট উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১০ তলাবিশিষ্ট উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও নির্মাণাধীন রয়েছে ২৩ তলাবিশিষ্ট আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ভবন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবন নির্মাণেও পিছিয়ে নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গবন্ধুর স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হয় ২০ তলাবিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু টাওয়ার'। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হয় ২০ তলাবিশিষ্ট ভবন 'শেখ রাসেল টাওয়ার'। তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের ১০ তলাবিশিষ্ট শেখ কামাল ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে, আজিমপুরে বটতলা এলাকায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থানে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য নির্মাণাধীন রয়েছে আরেকটি ভবন।

শিক্ষকদের আবাসনের জন্য গড়ে উঠেছে সুউচ্চ বহুতল ভবন। গত ১৬ বছরে শিক্ষকদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তিনটি আবাসিক ভবন। এগুলো হলোÑ মনিরুজ্জামান ভবন, আবুল খায়ের ভবন ও প্রভোস্ট কমপ্লেক্স।

এদিকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের তুলনায় শিক্ষার মান তেমন বৃদ্ধি পায়নি। সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় সেরা ৫০০-এর মধ্যে স্থান পায়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ভারতের ১৩টি ও পাকিস্তানের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ ৫০০-এর তালিকায় স্থান পেয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এগিয়ে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৫৫৪তম।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, 'এই উপমহাদেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে থাকলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন পিছিয়ে থাকবে? আমাদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সবারই প্রায় একই। এখানে খুব একটা ব্যবধান দেখছি না। আর অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিরোধিতা করছি না। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে আরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন হোক। তবে শিক্ষার মান বৃদ্ধি প্রয়োজন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় গুরুত্ব দিতে হবে।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালকে মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার আমাদের সময়কে বলেন, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের থেকে খারাপ হলেও শিক্ষা খাতে তাদের বরাদ্দ বেশি। ভারতের শিক্ষা খাতেও বরাদ্দকৃত অর্থ অনেক বেশি। আরেকটি বিষয় হলো, তাদের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে (দিল্লি বিশ^বিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়) অনার্স পড়ানো হয় না। এগুলো গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। তাই তাদের র‍্যাংকিংয়ের অবস্থান ভালো।

সীতেশ চন্দ্র আরও বলেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংয়ের অবস্থান ভালো, তাদের শিক্ষকদের বেতন অনেক বেশি। সেই অনুপাতে আমাদের শিক্ষকরা সুবিধা পান না। সরকারের এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। এরপরও আমাদের অনেক বিজ্ঞানের শিক্ষক ভালো ভালো জার্নালে গবেষণা প্রকাশ করেন। এর প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং ৭০০ থেকে ৫৫৪-তে এসেছে। আশা করছি, আমাদের সমস্যাগুলো উত্তরণ করে সামনের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাব।